যায়যায়দিন

তারিখ 21 AUG 2013
পৃষ্ঠা ১৬ কলাম ২

শিক্ষা আইন পাসে জনমত যাচাইয়ের আহ্বান

যাযাদি রিপোর্ট

নতুন শিক্ষা আইনের খসড়া পাসের আগে জনমত যাচাই করে নিতে শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের প্রতি আহ্বান জানিয়েছেন শিক্ষকরা।

মঙ্গলবার দুপুরে জাতীয় প্রেসক্লাবে 'বেসরকারি শিক্ষক-কর্মচারী ঐক্যজোট' এ-সংক্রান্ত সভার আয়োজন করে। তাদের ভাষায়- শিক্ষা ও শিক্ষক স্বার্থবিরোধী আইনের খসড়া বাতিল দাবিতে

বক্তারা বলেন, শিক্ষকদের শাস্তি দিয়ে শিক্ষাক্ষেত্রে উন্নয়ন সম্ভব নয়। শিক্ষা আইনের খসড়াটি পাস হলে শিক্ষাক্ষেত্রে তা ক্ষতি ডেকে আনবে। তাই সংবেদনশীল এই আইন পাস করার আগে শিক্ষা মন্ত্রণালয় যেন বিভিন্ন স্তরে জনমত যাচাই করে নেয়।

তাড়াহুড়া করে পাস না করে আইনের এই খসড়াটি নতুনভাবে সবার সামনে উপস্থাপনের দাবি জানান বক্তারা।

তারা বলেন, এটি নতুনভাবে সবার সামনে উপস্থাপন করা হোক। চূড়ান্ত তারিখ ২৪ আগস্ট নয়, আগামী মাস বা এরপরের মাসের ২৪ তারিখে নির্ধারণ করা হোক। এমন গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে তড়িঘড়ি করা অপরাধ। এটা জরুরি বিষয়, তাই এই আইনটি পাসের আগে বুদ্ধিবৃত্তিক চর্চায় থাকা সংশ্লিষ্টদের সঙ্গে আরো কথা বলা দরকার।

বক্তারা আরো বলেন, 'শিক্ষক মানুষ গড়ার কারিগর। খসড়ায় বলা হয়েছে, সরকারবিরোধী কর্মকাণ্ড করা যাবে না। কিন্তু কেন? সরকার কোনো অন্যায় করলে কেন বিরুদ্ধে যাওয়া যাবে না। আমরা জানি, রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে যাওয়া যাবে না। কারণ, রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে যাওয়া মানে নিজের বিরুদ্ধে যাওয়া। সরকারের অন্যায়ের বিরুদ্ধে যাওয়া যাবে না বলে যে আইনের খসড়া হয়, তা ছুড়ে ফেলা উচিত।' সভায় প্রধান অতিথি হিসেবে বক্তব্য রাখেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সাবেক উপাচার্য [illegible] জনমত : পৃষ্ঠা ১৫ কলাম ৩

জনমত : শিক্ষা আইন

(শেষ পৃষ্ঠার পর)

এমাজউদ্দিন আহমেদ। তিনি বলেন, সংসদ অধিবেশনে এই আইন তাড়াহুড়া করে পাস করার একটা ইচ্ছা আছে। এটা অশুভ ইচ্ছা। এটা জাতীয় সংসদে উত্থাপিত হওয়া উচিত নয়। দীর্ঘকাল সময় নিয়ে সিদ্ধান্ত নেয়া উচিত। এটা দলীয় নয়, জাতীয় ব্যাপার। তাই শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের প্রতি অনুরোধ করব, জাতির জবনা যাচাই করে সিদ্ধান্ত নিতে।

সংগঠনের সভাপতি অধ্যক্ষ সেলিম ভূঁইয়ার সভাপতিত্বে অন্যদের মধ্যে অংশ নেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের কলা অনুষদের ডিন অধ্যাপক ড. সদরুল আমিন, শিক্ষক সমিতির সাধারণ সম্পাদক অধ্যাপক ড. মামুন আহমেদ, আইন বিভাগের অধ্যাপক মো. বোরহান উদ্দিন খান প্রমুখ।

অধ্যাপক সদরুল আমিন বলেন, শিক্ষার মতো তাৎপর্যময় বিষয় নিয়ে তড়িঘড়ি করে সিদ্ধান্ত নেয়া উচিত নয়। শিক্ষকদের সামাজিক মর্যাদা এবং আর্থিক সুবিধা পর্যন্ত দেয়া উচিত। ভারত, পাকিস্তান এবং শ্রীলংকাসহ অন্য রাষ্ট্রগুলোতে শিক্ষকদের বিভিন্ন সুবিধা দেয়া হয়, যা এদেশে আজও নেই।

অধ্যাপক বোরহান উদ্দিন খান বলেন, এত অল্প সময়ে এটা মতামতের জন্য দেয়া ঠিক হয়নি। অন্তত দেড় মাস সময় দেয়া প্রয়োজন ছিল। নতুন সরকারের ওপর এটা খাপছাড়া সিদ্ধান্ত।

প্রসঙ্গত, মহাজোট সরকার ক্ষমতায় আসার পর ২০১০ সালে নতুন শিক্ষানীতি প্রণয়নের কাজ শুরু করে। জাতীয় শিক্ষানীতি ২০১০-এর সুপারিশের আলোকে শিক্ষা আইন, ২০১৩-এর খসড়া শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের ওয়েবসাইটে প্রকাশ করা হয়েছে। ২৫ আগস্টের মধ্যে খসড়ার ওপর যে কেউ মতামত দিতে পারবেন।